দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বাল্মীকি-রামায়ণের ঐতিহ্য ॥

বাল্মীকি রামায়ণের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অমোঘ ভবিষ্যদ্‌বাণী ঐ রামায়ণেরই বালকাণ্ডে করা হয়েছিল —

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে ।
তাবদ্‌ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥ (২।৩৬)

অর্থাৎ — "এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদীসকল অবস্থান করবে ততদিন এই রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকবে ।" সত্যিই তাই । আজও মূল রামায়ণ যেমন জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তেমনি সেই রামায়ণের কাহিনী ভারতের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যে এবং ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে জনগণের জীবনের আদর্শ জোগাচ্ছে এবং রসতৃষ্ণা মিটাচ্ছে ।

বাল্মীকি আদিকবি এবং তাঁর রামায়ণ আদিকাব্যরূপে চিরস্বীকৃত হলেও ভারতে কবিত্বের নিদর্শন তাঁর পূর্বে ছিল না তা নয়, ঋক্‌বেদের উষাবন্দনা প্রভৃতি তার প্রমাণ । রামায়ণের কাহিনীটিও নানাভাবে হাজার খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন । রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বলেছেন —

> "রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।" ১

তৎকালে প্রচলিত রামকথা যে একেবারে খুঁজে পাওয়া যায় না, তা নয় । রামকথার জড় রয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিতে, যদিও কাহিনীর মধ্যে নানা পার্থক্য বিদ্যমান ।

১। মহাভারতে রামোপাখ্যান ২। দশরথ জাতক ৩। লংকাবতার সূত্র
৪। হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণ প্রভৃতি ।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "সাহিত্যসৃষ্টি" — সাহিত্য ; রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খণ্ড পৃঃ ৪০৮

Winternitz মনে করেন, এইসব প্রচলিত বিক্ষিপ্ত কাহিনীকে সংহত শিল্পরূপ দিয়ে কবি বাল্মীকি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রামায়ণ কাব্য রচনা করেছিলেন ।[১] আবার বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উপাদান নিয়ে এবং তাকে কখনো কখনো রূপান্তরিত করে বেশকিছু পুরাণ-কাব্য-নাটক সংস্কৃতে লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে । ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত তালিকাটি নিয়ে উদ্ধৃত করছি ।[২]

বাল্মীকির নামে প্রচারিত : — ১। অদ্ভুত রামায়ণ ২। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ৩। ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত অধ্যাত্ম রামায়ণ ৪। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড (৩৭শ - ৭১তম অধ্যায়) ৫। অগ্নিপুরাণ (৫ম - ১১শ অধ্যায়) ৬। মৎস্যপুরাণ (১২শ অধ্যায়) ৭। কূর্মপুরাণ (২১শ অধ্যায়) ৮। বায়ুপুরাণ (৮৮তম অধ্যায়) ৯। বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড (১৮শ - ৩০শ অধ্যায়) ১০। কল্কিপুরাণ (৩।৩ - ৪ অধ্যায়) ১১। জৈমিনী ভারত (২৫শ - ৩৬শ অধ্যায়) ১২। শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ (১০ম - ১১শ অধ্যায়) ১৩। দেবীভাগবত (৩।২৮ - ৩০ অধ্যায়) ১৪। কালিদাসের রঘুবংশম্ ১৫। ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্যম্ ১৬। ভবভূতির উত্তর রামচরিত, মহাবীর চরিত, মহানাটক, ১৭। সুরাধর অনর্ঘরাঘব ১৮। অভিনন্দের রামচরিত ১৯। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ।

এছাড়া ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণী কথার ভাবানুবাদ কিছু কম হয়নি এবং জনসাধারণের মধ্যে সেইসব ভাষা-রামায়ণ প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছে । সেসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনে এই দৃঢ় ধারণাও হয়েছে যে তারা এরই মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণেরই রস আস্বাদন করছে । ভাষা-রামায়ণ রচয়িতাদের কৃতিত্ব এবং সাফল্যই এইখানে । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান ভাষা রামায়ণের উল্লেখ এখানে করছি ।

১। তামিল ভাষায় কম্বন রচিত রামায়ণ (১১শ শতক)
২। কানাড়ী ভাষায় নাগচন্দ্রের পম্পা-রামায়ণ (১১শ শতক)
৩। বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ (১৫শ শতক)
৪। মারাঠী ভাষায় শ্রীধরের রামবিজয় (১৭শ শতক)

১। History of Indian Literature · Vol Page 516-17.

২। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪

৫। হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের রামচরিতমানস (১৭শ শতক)

৬। নেপালী ভাষায় ভানুভক্তের রামায়ণ (১৯শ শতক)

বলা প্রয়োজন, ভাষা-রামায়ণ রচয়িতারা বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও যে রামায়ণখানির উপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন তা হলো "অধ্যাত্ম রামায়ণ"। সেই কারণে অধ্যাত্ম রামায়ণের একটু পরিচয় এখানে দিয়ে রাখছি।

"অধ্যাত্ম রামায়ণ" ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত বলে প্রচারিত। এর বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী। এতে বাল্মীকি রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে সাতটি কান্ডে বিবৃত হয়েছে। এর প্রধান বিশেষত্ব হলো, এর নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে রামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু রাম দেবগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ মানুষ। এছাড়া অধ্যাত্ম রামায়ণে বেশকিছু অভিনবত্বের সমাবেশ করা হয়েছে কাহিনী মধ্যে। ভাষা-রামায়ণ রচয়িতারা তার অনেককিছু তাদের কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ভাষা-রামায়ণকারগণ, বিশেষ করে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস ও ভানুভক্তের উপর অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রভাব কেন এত বেশী, তার কারণ নিহিত রয়েছে অধ্যাত্ম-রামায়ণের রামের দেবসুরূপের মধ্যে এবং তার সর্বব্যাপী ভক্তি আবেদনের মধ্যে। বাল্মীকি রামকে নরোত্তমরূপে চিত্রিত করেও তাঁর চরিত্রে প্রচুর দেবদুর্লভ মহিমা আরোপ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালের ভারতবর্ষ রামকে শুধু একজন কীর্তিমান সাধারণ মানুষরূপে দেখতে চায়নি, তাঁকে গ্রহণ করেছে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে, ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছে তাঁর দেবসুরূপের উদ্দেশ্যে। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম 'বালকান্ড' এবং সর্বশেষ 'উত্তরাকান্ড', যে দুটি কান্ড পরবর্তীকালে ভক্তিপ্রাণ কোন এক বা একাধিক কবির সংযোজন বলে পন্ডিতরা অনুমান করেন। তাতেই রামচন্দ্রকে দেবতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকেই ভারতবর্ষের তাবৎ রাম-সাহিত্যে রামচন্দ্র দেবতা বলে গৃহীত হয়েছেন। ভাষা-রামায়ণ রচনা সূচিত হয়েছিল ১১শ - ১২শ শতকের দিকে। ততদিনে সমগ্র দেশে রামভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, ভানুভক্ত রামভক্তিনিস্নাত পরিবেশে কাব্যরচনা করতে বসে তাঁদের নিজেদের অন্তর-বিগলিত ভক্তি উজার করে দিয়েছিলেন। সেই ভক্তিরস পরিবেশনের আদর্শ জুগিয়েছিল অধ্যাত্ম রামায়ণ।

পরবর্তী অধ্যায় দুটিতে আমরা আমাদের তুলনায় আলোচ্য কবি — কৃত্তিবাস ও ভানুভক্ত — প্রত্যেকের যুগপরিবেশ আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তিজীবন, কাব্যপরিচয়, জাতি ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, আদর্শীকৃত কাব্যের সঙ্গে তুলনা, বর্ণিত কাহিনীর অন্যান্য উৎস প্রভৃতি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ কৃত্তিবাস পরিক্রমা ॥

(ক) কৃত্তিবাসের যুগপরিবেশ

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কবি কৃত্তিবাসের যুগপরিবেশটুকু জানা প্রয়োজন। তখনো শুধুমাত্র "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" কাব্যরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। বিশেষত: যেসমস্ত কাব্য জনসাধারণের জীবনদৃষ্টি, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাতে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রচুর উপাদান যুগিয়ে থাকে। কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী দু-তিন শতকের রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার, কেননা সেই পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে কৃত্তিবাসের কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত (১৪৮৫ খৃ:)। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় এবং হোসেনশাহী আমল (১৪৯৩ - ১৫১৯) বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে "নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার" খুলে দিল। এখানে তার পূর্বেকার তমসাচ্ছন্ন যুগটির কথা আমাদের জানতে হবে।

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশের সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল চারশো বৎসর ধরে (৮ম থেকে ১২শ শতক) পাল ও সেন রাজাদের আমলে গড়ে-ওঠা বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। তখনকার রাজনৈতিক ও